শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম এ বিষয়ে দুটি আবেদন করেন। একটি আবেদনের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ ছাড়া অপর আবেদনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেওয়া হয়।

এদিন বেলা সাড়ে ১১টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন আমলের সব হত্যা, গণহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, পিলখানা হত্যার বর্ণনা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর।

গত ১৫ অক্টোবর নিয়োগের পর প্রথম কর্মদিবসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার। এ ছাড়া ট্রাইব্যুনালের দুই সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী এদিন ট্রাইব্যুনালে আসেন।

এ সময় ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার ও অন্য কর্মকর্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানান।

গত ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম শেখ হাসিনাসহ পলাতক অন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সহায়তা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের মুখোমুখি

করতে ২০১০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। সেই ট্রাইব্যুনাল জামায়াত-বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষণা করা হয় এবং তা কার্যকরও হয়।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার এই আন্দোলন ঠেকাতে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় শেখ হাসিনা সরকার। প্রায় দেড় হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এই আন্দোলনে। শেখ হাসিনার পতনের পর সরকারের দায়িত্বে আসে শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পরই জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচার করার সিদ্ধান্ত হয়।

ছাত্র আন্দোলনের সময় কয়েক শ মৃত্যুর ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে বিবেচনা করে শেখ হাসিনাসহ ক্ষমতাচ্যুত সরকারের কয়েক ডজন মানুষের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এরই মধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ জাতীয় আট দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত

জাতীয় শোক, শিশু ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চসহ আটটি দিবস বাতিল করছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার এসব জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গত ৭ অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদসচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, আটটি জাতীয় দিবস

বাতিল করা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাতিল হওয়া আটটি দিবসের মধ্যে পাঁচটিই শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস।

এ ছাড়া বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেসকো ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বৈশ্বিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকার। দিবসটিকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর পরিপত্র জারি করে।

এরপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ মার্চের একাধিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর বা বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ইশতেহারকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস পালন করে শেখ হাসিনার সরকার।

পরের বছর দিবসটির নাম পরিবর্তন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস করা হয়। ২০২৩ সালে তা ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস’ হিসেবে উদযাপন করা হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

কোটচাঁদপুরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ শেষ অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) জান্নাতুন মাওয়া সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, মডেল থানা (তদন্ত) ওসি স্বপন কুমার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, দৌড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহাক আলী, মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মইন উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাশার প্রমুখ।

সে সময় বক্তারা বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এখন জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনষঙ্গ, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং নানারকম সেবা পেতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন যেমন জরুরী তেমনি জাতীয় পরিচয় পত্র থাকা সব নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। এ ছাড়াও জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনে বিশেষ ভুমিকা রাখায় ইউনিয়ন পরিষদ, সচিব ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক,উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য, পরিষদের সচিব, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ।

সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হলেন মনিরুজ্জামান

ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান মনিরুজ্জামান লিংকন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিভাগে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী শেষে স্থানীয় বারে ২০০২ সালে আইনপেশা শুরু করেন।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আইনজীবী হিসাবে আইন পেশায় যুক্ত হন।

হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে তিনি জনগুরুত্বপুর্ন একাধিক মামলা পরিচালনা করেন। বেবি ফুড, পিএইচডি জালিয়াতি, পথ শিশু পুর্নবাসনসহ একাধিক মামলা তিনি সফলভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি মানবাধিকার ও গুম বিষয়ক বিসিন সপ ও সেমিনারে অংশ গ্রহন করে পুরস্কৃত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সর্বোচ্চবিচারালয় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তার এ অর্জনে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশকে ব্রিটিশ এমপির চিঠি

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ব্রিটেনে থাকা সম্পদ জব্দ করে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন ব্রিটিশ এমপি আপসানা বেগম।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির মহাপরিচালক গ্রায়েম বিগারের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি এসব সহায়-সম্পত্তির বিষয়ে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন।

আপসানা চিঠিতে উল্লেখ করেন- বাংলাদেশের সাবেক এই মন্ত্রীর এসব সম্পত্তিতে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে।

চিঠিতে আপসানা বলেছেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে নিরাপত্তারক্ষাকারী বাহিনীর দমনপীড়নে কয়েকশত মানুষ নিহত হন। এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ব্যাপক দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ইতোমধ্যেই করসংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের অধীনে রয়েছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছে এবং দাবি করেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি এবং ইউকে কোম্পানি হাউসের রেকর্ডগুলোর বিষয়ে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো কমপক্ষে ২৮০টি সম্পত্তি রয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫ কোটি পাউন্ড। আল-জাজিরার তদন্তে জানা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আমার নির্বাচনী এলাকা পপলার ও লাইমহাউসে ৭৪টি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

ব্রিটিশ ওই এমপি লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করি, প্রশ্নবিদ্ধ এসব সম্পত্তি বাংলাদেশের। সেগুলো বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তারা গণতন্ত্র ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত একটি সমাজের জন্য কাজ করতে পারে। দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জীবন মান, কর্মস্থলের অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এনসিএ মহাপরিচালকের উদ্দেশে তিনি বলেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ জব্দ করে ফিরিয়ে দেওয়া শুধু বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্যতা প্রাপ্তি ও তাদের ভবিষ্যৎ অধিকার সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং যুক্তরাজ্যের সুনাম ও আন্তর্জাতিক রেকর্ড অক্ষুণ্ন রাখার জন্যও অপরিহার্য।

সূত্র: কালবেলা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিবের বৈঠক বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের বৈঠক আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে জাতিসংঘ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

এ বৈঠকটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার নির্ধারিত কর্মসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। ইতোমধ্যে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময়

বেলা ১১টায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উভয় নেতা সাক্ষাৎ করেন। বৈঠক সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে হোয়াইট হাউস একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে সাম্প্রতিক নিয়োগের জন্য অধ্যাপক ইউনূসকে অভিনন্দন জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দুই নেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেন, যা পরস্পরের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনগণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন দুই সরকারের মধ্যে আরও সহযোগিতাকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশে চলমান সংস্কার কার্যক্রমে মার্কিন সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা নিশ্চিত করেন।’

পড়ুন.. https://www.meherpurpratidin.com/গান-গেয়ে-গেয়ে-যুবককে/‎

এছাড়া, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন।

সুত্রঃ কালবেলা

‘গান গেয়ে গেয়ে’ যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৩

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার একটি ঘটনায় এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, এবং পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়, এ তথ্য জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত

উপ-কমিশনার কাজী মো. তারেক আজিজ।

সম্প্রতি এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক যুবককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হচ্ছে। ভিডিওতে যুবকটির পরনে নীল গেঞ্জি ও জিন্স ছিল এবং তার চারপাশে কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান গাচ্ছে। তাদের হাতে লাঠিও ছিল। পরে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনা ঘটে ১৩ আগস্ট। ওই সময়ে থানায় পুলিশের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, যা দুর্বৃত্তদের সুযোগ করে দেয়।

১৪ আগস্ট রাতে নগরের প্রবর্তক এলাকা থেকে ২৪ বছর বয়সী মো. শাহাদাত হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় শাহাদাতের চাচা মো. হারুন পাঁচলাইশ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

নিহত শাহাদাত নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পাঁচবাড়িয়া ইউনিয়নের নদনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি কোতোয়ালি থানার বিআরটিসি এলাকায় স্ত্রী শারমিন আক্তারের সঙ্গে বসবাস করতেন।

সুত্রঃ জাগো নিউজ ২৪

মেহেরপুরের মঞ্জুর ও হুসাইন এখন দেশ সেরা মিক্সড মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন

রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশীপ এর ঢাকা ফাইট নাইট সিরিজের আরও একটি ইভেন্ট। ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঐতিহ্যবাহী শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, গুলিস্তানে।

ইভেন্টের অনুমোদন দেয় অল বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিক্সড মার্শাল আর্ট এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ মর্শাল আর্ট কনফেডারেশন। যেখানে দেশের ১৪ টি জেলা থেকে মোট ২৬ জন অভিজ্ঞ মিক্সড মার্শাল আর্ট (এমএমএ)

খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই ইভেন্টে ৭ টি ওজনশ্রেনিতে মোট ১৩ টি বাউট (ফাইট) অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে হতে মেহেরপুর জেলার দুইজন দুটি ওজনশ্রণীর বাউটে (ফাইট) অংশগ্রহন করেছিল।

তারা হচ্ছে মঞ্জুর আলম (২৩) ও হুসাইন কবির(২৩)। মঞ্জুর আলম ফেদারওয়েট (৬৫ কেজি)ওজন শ্রেণীতে টাইটেল বেল্ট চ্যম্পিয়নশীপ এর জন্য লড়াই করে চট্টগ্রামের আব্দুল্লাহ আল ফয়সালের এর বিরুদ্ধে। এই ফাইটে মঞ্জুর আলম তার প্রতিপক্ষ কে প্রথম রাউন্ডেই টেকনিক্যাল নকআউট এর মাধ্যমে হারিয়ে হয়ে যান বাংলাদেশের প্রথম বারেরমত রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিনশীপ এর ফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

মঞ্জুর আলম কে সবাই Manjoor “The Hunter” Alam নামেই চিনে। মঞ্জুর আলম এর আগেও ভারত ও থাইল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশ ও মেহেরপুর নাম উজ্জ্বল করে এসেছে। ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে একাধিকবার স্বর্নপদক এনে দিয়েছে দেশকে। তবে এই প্রথম সে কোনো টাইটেল বেল্ট এর জন্য ফাইট করে জয় লাভ করল।মঞ্জুর আলম এই টাইটেল বেল্ট জেতার পর জানিয়েছেন সে খুব তাড়াতাড়ি ইউএফসি, ওয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ এর মতো গ্লোবাল প্রমোশনে বাংলাদেশর পতাকা উড়াবে।

আর অন্যদিকে হুসাইন কবির বানটামওয়েট (৬১ কেজি) ওজন শ্রেণীতে অংশগ্রহণ করে ঢাকার সামির রাজ এর বিরুদ্ধে। এবং সেও তার শক্তিশালী এই প্রতিপক্ষকে প্রথম রাউন্ডেই সাবমিশন কিমুরা লকের মাধ্যমে কুপোকাত করে তার ক্যারিয়ার প্রথম প্রফেশনাল উইন নিজের করে নেয়। হুসাইন কবিরও একাধিকবার ভারতে থেকে স্বর্ণ পদক বয়ে নিয়ে আসেন বাংলাদেশের হয়ে। এই ইভেন্টে জয় লাভ করার পর হুসাইন কবির জানান মঞ্জুর আলমের মত সেও খুব শীঘ্রই আরবিএফসি এর টাইটেল বেল্ট জয় করবে নিজের মানুষদের জন্য। মঞ্জুর ও হুসাইন দুইজনেই তাদের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর তারা জানান এই জয় তাদের একার নয়, এই জয় দেশের মানুষে, এই জয় মেহেরপুরের মানুষের জয়।

মঞ্জুর আলম ও হোসাইন কবির বলেন আপনারা সবাই আমাদের দুজনের জন্য দোয়া করবেন যেন সামনে আরো ভালো কিছু করতে পারি ।

কক্সবাজারে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে সেনা কর্মকর্তা নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় অভিযানে গিয়ে ডাকাতির হামলায় এক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার অন্তর্গত ডুলহাজারা ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, গতকাল সোমবার রাত আনুমানিক ৩টার দিকে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চকরিয়া উপজেলার অন্তর্গত ডুলহাজারা ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামে ডাকাতির খবর পেয়ে চকরিয়া আর্মি ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে যায়।

পরে রাত ৪টার দিকে মাইজপাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করার সময় ৭-৮ সদস্যের একটি ডাকাত দল সেনা টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার সময় লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন (২৩) ডাকাত দলের কয়েকজনকে তাড়া করেন।

এ সময় ডাকাত দলের সদস্যরা লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জনের ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করলে গুরুতর আহত হয় এবং এতে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জনকে উদ্ধার করে মালুমঘাট মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল থেকে ৩ জন ডাকাতকে আটকসহ ১টি দেশিয় তৈরি বন্দুক, ৬ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও ডাকাত সন্দেহে আরও ৩ জনকে আটক করা হয়।

আইএসপিআর আরও জানায়, দেশমাতৃকার সেবায় এই তরুণ সেনা কর্মকর্তার আত্মত্যাগ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে এবং সেই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি সমবেদনা

জ্ঞাপন করছে।

লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন টাঙ্গাইল জেলার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী এই তরুণ সেনা কর্মকর্তা পাবনা ক্যাডেট কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ৮২তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি হতে ২০২২ সালের ৮ জুন আর্মি সার্ভিস কোরে (এএসসি) কমিশন লাভ করেন।

সূত্র: কালবেলা